উসূলে হাদীছ
[হাদীছের মূলনীতি]

মূলঃ মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী

প্রাক্তন শিক্ষক, মাদরাসা লুতফিয়্যাহ, আলীগর, ভারত।

তত্ত্বাবধানেঃ
উস্তাদ আল্লামা শাইখুল হাদীছ উবাইদুল্লাহ রহমানী মোবারকপুরী
শাইখ ড. রেজাউল্লাহ মোহাম্মদ ইদরীস মোবারকপুরী
আল্লামা শাইখ আব্দুল কাবীর আব্দুল ক্বাবী মোবারকপুরী

অনুবাদঃ মাওলানা মোঃ হযরত আলী
শিক্ষক, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সুন্নাহ

التأليف : مولانا محمد أمين أثري
مدرسة لطفية ,علي جر. الأستاذ السابق

بإشراف: الأستاذ العلامة شيخ الحديث عبيد الله الرحماني المباركفوريٍ
رضاء الله محمد إدريس المباركفوري
والعلامة الشيخ عبد الكبير عبد القوي المباركفوري

المترجم : حضرت علي محمد
دورة الحديث والتخصص في مقارنة الأديان
والشرف والماجستار في القرآن والدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية بكوستيا.
(الدرجة الأولي في كلها.)

الأستاذ: معهد التربية والثقافة الإسلامية , أترا, داكا.
رقم الجوال: ০১৭৮০৪২৭২৩২

الناشر: مكتبة السنة
كاتاخالي، راجشاهي، بنغلاديش.
Mobile : +8801912-005121

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

প্রথম প্রকাশ: মে ২০১৭ ঈসায়ী।
দ্বিতীয় প্রকাশ: জানুয়ারী ২০১৯ ঈসায়ী।

নির্ধারিত মূল্য: ২০ (বিশ) টাকা।

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

উসূলে হাদীছের সংজ্ঞা: ৭

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য: ৭

হাদীছের সংজ্ঞা: ৭

- মতন:
- ইসনাদ:
- সানাদ:

হাদীছের প্রকারভেদ: হাদীছ দু’প্রকার: ৮

১. الخبر المتواتر (খবরে মুতাওয়াতির)

২. الخبر الواحد (খবরে ওয়াহেদ)

ক। সানাদের পরিসমাপ্তির দিকদিয়ে খবরে ওয়াহেদ এর প্রকারভেদ: ৯

১. المرفوع (মার‘ফু)

২. الموقوف (মাওকুফ)

৩. المقطوع (মাকতু‘)

খ। হাদীছের রাবী সংখ্যার দিকদিয়ে খবরে ওয়াহেদ এর প্রকারভেদ: ১০

১. المشهور (মাশহুর)

২. العزيز (আযীয)

৩. الغريب (গরীব)

গ। রাবীদের গুণাবলীর দিকদিয়ে খবরে ওয়াহেদ এর প্রকারভেদ: ১১

১. الصحيح لذاته (ছহীহ লিযাতিহী)

২. الحسن لذاته (হাসান লিযাতিহী).

৩. الضعيف (যঈফ)

৪. الصحيح لغيره (ছহীহ লিগাইরিহী)

৫. الحسن لغيره (হাসান লিগাইরিহী)

৬. الموضوع (মাওযূ‘)

৭. المتروك (মাতরূক)
৮. الشاذ (শায)
৯. المحفوظ (মাহফূয)
১০. المنكر (মুনকার)
১১. المعروف (মা‘রূফ)
১২. المعلل (মুয়া‘ল্লাল)
১৩. المضطرب (মুজতারাব)
১৪. المقلوب (মাকলূব)
১৫. المصحف (মুছহ্হাফ)
১৬. المدرج (মুদরাজ)

ঘ। হাদীছ বর্ণনা করার রূপ বা ধরণের দিকদিয়ে খবরে ওয়াহেদ এর প্রকারভেদ: ১৪

১. المعنعن (মু‘আন‘আন)
২. المؤنن (মুআন্নান)
৩. المسلسل (মুসালসাল)

হাদীছ বর্ণনা করার রূপ বা ধরণ: "حدثني" ও "أخبرني" এর মাঝে পার্থক্য ১৫

হাদীছের কিতাব সম্পর্কে আলোচনা ১৬

হাদীছের কিতাবগুলির প্রসিদ্ধ দু’টি বিভাজন:

প্রথম বিভাজন: কিতাব প্রণয়ন ও মাস‘আলা বিন্যাসের দিকদিয়ে হাদীছের কিতাবগুলির শ্রেণী বিভাগ: ১৬

১. الجامع (আল জামি‘)
২. السنن (আস সুনান)
৩. المسند (আল মুসনাদ)

৪. المعجم (আল মু‘জাম)

৫. الأطراف (আল আত্বরাফ)

৬. المفرد (আল মুফরাদ)

৭. الجزء (আল জুয’)

৮. الغرائب (আল গরাইব)

৯. المستخرج (আল মুসতাখরাজ)

১০. المستدرك (আল মুসতাদরাক)

১১. العلل (আল ইলাল)

দ্বিতীয় বিভাজন: গ্রহণ ও বর্জন করার দিকদিয়ে হাদীছের কিতাবগুলির শ্রেণী বিভাগ: ১৯

১. যে সব গ্রন্থের সব হাদীছ ছ্বহীহ

২. যে সব গ্রন্থের হাদীছ গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের

৩. যে সব গ্রন্থে সব ধরণের হাদীছ রয়েছে

৪. যে সব গ্রন্থের সব হাদীছ যঈফ

৫. যে সব গ্রন্থে শুধু জাল হাদীছের আলোচনা রয়েছে

ছিহাহ সিত্তাহ সম্পর্কে বিবরণ: ২০

ছিহাহ সিত্তাহ নাকি কুতুবে সিত্তাহ? ২০

ছিহাহ সিত্তাহর মর্যাদাগত স্তরসমূহ: ২০

ছিহাহ সিত্তাহর গ্রন্থকারদের মাযহাব কি ছিল? ২১

রাবীর দোষ-গুণ বর্ণনা: ২১

রাবীকে নির্ভরযোগ্য বলার শব্দসমূহ: ২২

রাবীর দোষ বর্ণনা করার শব্দাবলী: ২২

জারাহ ও তা‘দীল (দোষ-গুণ বর্ণনা করা) এর প্রকার: ২৪

১. ব্যাখ্যাহীন জারাহ (দোষ বর্ণনা করা)

২. ব্যাখ্যামূলক জারাহ (দোষ বর্ণনা করা)

৩. ব্যাখ্যাহীন তা‘দীল (গুণ বর্ণনা করা)

৪. ব্যাখ্যামূলক তা‘দীল (গুণ বর্ণনা করা)

গ্রহণ ও বর্জন করার দিক দিয়ে জারাহ ও তা'দীল: ২৪

জারাহ ও তা'দীল গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে শর্তাবলী: ২৫

জারাহ ও তা'দীল এর মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ: ২৫

উসূলে হাদীছের কতিপয় পরিভাষা: ২৬

১. المعلق (মু'য়াল্লাক)
২. المرسل (মুরসাল)
৩. المعضل (মু'যাল)
৪. المدلس (মুদাল্লাস)
৫. المسند (মুসনাদ)
৬. المتصل (মুত্তাসিল)
৭. المنقطع (মুনকাতি')
৮. السند العالي (সানাদ আল 'আলী বা উচু সানাদ)
৯. السند النازل (সানাদ আন নাজিল বা নীচু সানাদ)
১০. المتابع (মুতাবে')
১১. الشاهد (শাহেদ)

ছাহাবী সম্পর্কে জরুরী জ্ঞাতব্য ২৮

তাবেঈ সম্পর্কে জরুরী জ্ঞাতব্য ২৯

মুখাযরাম সম্পর্কে জরুরী জ্ঞাতব্য ২৯

হাদীছ গ্রন্থ সংকলনের ইতিহাস ৩০

হাদীছ গ্রন্থের সংকলন কখন হয়েছিল? ৩০

হিজরী প্রথম শতাব্দির পূর্বে হাদীছের কিতাব কেন সংকলিত হয়নি? ৩০

উসূলে হাদীছ

উসূলে হাদীছ বা হাদীছের মূলনীতি (أصول الحديث): এমন জ্ঞান, যার দ্বারা হাদীছ গ্রহণ ও বর্জন করার দিক দিয়ে রাবী (বর্ণনাকারী) এবং المروي (বর্ণিত হাদীছ) এর অবস্থা জানা যায়।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য: তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, হাদীছের অবস্থা জানার পর গ্রহণযোগ্য হাদীছ অনুযায়ী আমল করা এবং বর্জনকৃত হাদীছ থেকে বিরত থাকা।

আলোচ্য বিষয়: হাদীছ গ্রহণ ও বর্জন করার দিক দিয়ে রাবী (বর্ণনাকারী) এবং المروي (বর্ণিত হাদীছ) আলোচনা করাই উদ্দেশ্য।

হাদীছের সংজ্ঞা: রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে হাদীছ বলা হয়।[১] **হাদীছকে কোন কোন সময় খবর বা আছারও বলা হয়।**[২]

সানাদ: সানাদ হলো মতন (হাদীছের মূল বক্তব্য) পর্যন্ত রাবীদের ধারাবাহিকতা।

ইসনাদ: ইসনাদ হলো হাদীছের সানাদ বর্ণনা করা। কোন কোন সময় এটি সানাদ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

মতন: মতন হলো ঐ বক্তব্য, যেখানে গিয়ে সানাদ শেষ হয়েছে।

উদাহরণ: ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবুল ইয়ামান, তিনি বলেন আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবু যিনাদ, তিনি আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ঐ সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান ও পিতা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবো।"[৩]

---

১. উক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী হাদীছ তিন প্রকার: ক্বওলী (রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখ নিঃসৃত বাণী), ফেলী (রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কর্ম) ও তাক্বরীরী (রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মতি)।

২. খবর শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক, কিন্তু হাদীছ হচ্ছে খাছ বা নির্দিষ্ট। যেকোন সংবাদকেই খবর বলে। আর আছার হচ্ছে ছাহাবী ও তাবেঈদের কথা, কাজ ও সম্মতি।

৩. ছহীহ বুখারী হা/১৩

এখানে সানাদ হলো, ইমাম বুখারীর " حدثنا " (আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন) থেকে আবূ হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) পর্যন্ত। আর মতন হলো, নিশ্চয় রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ঐ সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান ও পিতা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবো থেকে এ পর্যন্ত।

হাদীছের প্রকারভেদঃ

হাদীছ প্রথমত দু'প্রকারঃ

১. الخبر المتواتر (খবরে মুতাওয়াতির)

২. الخبر الواحد (খবরে ওয়াহেদ)

১। খবরে মুতাওয়াতির (الخبر المتواتر): ঐ হাদীছকে বলা হয়, যে হাদীছ প্রতিটি স্তরে এতো অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেন যে, তাদের সকলের মিথ্যার উপর একমত হওয়া মানুষের স্বভাবজাত সত্তা অসম্ভব মনে করে।[8]

২। খবরে ওয়াহেদ (الخبر الواحد): ঐ হাদীছকে বলা হয়, যার মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীছের শর্তগুলি পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় না।

৪. অধিক সংখ্যার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন কত, এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মাঝে বেশ কিছু মতভেদ আছে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো, সানাদের প্রত্যেক স্তরে কমপক্ষে ১০ জন রাবী থাকবে।

الخبر الواحد (খবরে ওয়াহেদ) এর প্রকারভেদ :

প্রথমত: সানাদের পরিসমাপ্তির দিকদিয়ে **الخبر الواحد** (খবরে ওয়াহেদ) এর প্রকারভেদ: সানাদের পরিসমাপ্তির দিকদিয়ে খবরে ওয়াহেদ ৩ প্রকার।[৫] যথা:

১. المرفوع (মার'ফু)

২. الموقوف (মাওকূফ)

৩. المقطوع (মাকত্বূ')

১। মার'ফু (المرفوع) : ঐ হাদীছকে বলা হয়, যাতে মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ, অনুমোদন বা তার গুণাগুণ উল্লেখ থাকে।[৬]

২। মাওকূফ (الموقوف): ঐ হাদীছকে বলা হয়, যাতে ছাহাবীর কথা, কাজ বা অনুমোদন উল্লেখ থাকে।[৭]

৩। মাকত্বূ' (المقطوع): ঐ হাদীছকে বলা হয়, যাতে তাবেঈর কথা, কাজ বা অনুমোদন উল্লেখ থাকে।[৮]

---

৫. এটাকে কোন কোন সময় ৪ ভাগে ভাগ করা হয়। অন্য প্রকারটি হলো: হাদীছে কুদসী। যে হাদীছ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে, তিনি স্বীয় সানাদে আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন। যেমন: আবু যার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে, তিনি আল্লাহ তা'য়ালা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "হে আমার বান্দাগণ! নিশ্চয় আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করেছি। এবং তোমাদের মাঝেও হারাম করেছি। অতঃএব তোমরা পরস্পরে যুলুম করো না।" (মুসলিম হা/১৯৯৪)

৬. উদাহরণ হলো: আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে গেলে জুম'আর ছালাত আদায় করতেন। (তিরমিযী /৫০৩)

৭. উদাহরণ হলো: আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তায়াম্মুম অবস্থায় ইমামতি করেছিলেন। (ছহীহ বুখারী /৪৪৬)

৮. উদাহরণ হলো: বিদ'আতীর পিছনে ছলাত আদায় প্রসঙ্গে তাবেঈ হাসান আল বাছরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তার পিছনে ছলাত পড়বে। তার বিদ'আত তার উপরই বর্তাবে।

দ্বিতীয়ত: হাদীছের রাবী সংখ্যার দিকদিয়ে الخبر الواحد (খবরে ওয়াহেদ) এর প্রকারভেদ: হাদীছের রাবী সংখ্যার দিকদিয়ে খবরে ওয়াহেদ ৩ প্রকার:

১. المشهور (মাশহুর)

২. العزيز (আযীয)

৩. الغريب (গরীব)

১। মাশহুর (المشهور): ঐ হাদীছকে বলা হয়, যার রাবী সংখ্যা কোন একটি স্তরেও তিনের কম হয় না।[৯]

২। আযীয (العزيز): ঐ হাদীছকে বলা হয়, যার রাবী সংখ্যা কোন একটি স্তরেও দু'য়ের কম হয় না।[১০]

৩। গরীব (الغريب): ঐ হাদীছকে বলা হয়, যার রাবী সংখ্যা একজন হয়, যদিও তা এক স্তরে হয়।[১১]

---

৯. উদাহরণ: আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের অন্তর থেকে ইলেম উঠিয়ে নেন না। বরং তিনি ইলেম উঠিয়ে নেন, আলেমকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে...।" (ছহীহ বুখারী /১৯৬)

[হাদীসটির সানাদের প্রতিটি স্তরে কমপক্ষে তিনজন করে রাবী রয়েছে।]

১০ উদাহরণ: আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সমস্ত মানুষ প্রিয়তর হবো।" (ছহীহ বুখারী /৮৫)

[হাদীসটির সানাদের প্রতিটি স্তরে কমপক্ষে দু'জন করে রাবী রয়েছে।]

১১. উদাহরণ: উমার বিন খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় সমস্ত কর্ম নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। (ছহীহ বুখারী/১)

[ছাহাবীদের মধ্যে শুধুমাত্র উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

তৃতীয়তঃ রাবীদের গুণাবলীর দিকদিয়ে الخبر الواحد (খবরে ওয়াহেদ) এর প্রকারভেদ: রাবীদের গুণাবলীর দিকদিয়ে খবরে ওয়াহেদ **১৬** প্রকার।[১২] যথা:

১. الصحيح لذاته (ছহীহ লিযাতিহী)

২. الحسن لذاته (হাসান লিযাতিহী)

৩. الضعيف (যঈফ)

৪. الصحيح لغيره (ছহীহ লিগাইরিহী)

৫. الحسن لغيره (হাসান লিগাইরিহী)

৬. الموضوع (মাওযূ‘)

৭. المتروك (মাতরূক)

৮. الشاذ (শায)

৯. المحفوظ (মাহফুয)

১০. المنكر (মুনকার)

১১. المعروف (মা‘রূফ)

১২. المعلل (মুয়া‘ল্লাল)

১৩. المضطرب (মুজতারাব)[১৩]

১৪. المقلوب (মাক্বলূব)

১৫. المصحف (মুছহ্হাফ)

১৬. المدرج (মুদরাজ)

---

১২. অনেকে গ্রহণ ও বর্জন করার দিকে দিয়ে হাদীসকে ২ ভাগে ভাগ করেছেন। (এক) المقبول মাক্ববূল তথা গ্রহণীয়: আর তা ৪ প্রকার- ছহীহ লিযাতিহী, ছহীহ লিগাইরিহী, হাসান লিযাতিহী, হাসান লিগাইরিহী (খ) المردود মারদূদ তথা বর্জনীয়: বাকী সব হাদীছ বর্জনীয়।

১৩. প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে (মুজতারাব) লেখা হয়েছে। অন্যথায় নিয়মানুযায়ী এর সঠিক উচ্চারণ হবে মুত্তারিব।

ছহীহ লিযাতিহী (الصحيح لذاته): যে হাদীছ দীনদার ন্যায়পরায়ণ, পূর্ণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাবী অবিচ্ছিন্ন সানাদে বর্ণনা করেন এবং হাদীছের বিশুদ্ধতাকে বিনষ্টকারী সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন দোষ-ত্রুটি ও শায থেকে মুক্ত হয়।[১৪] এরূপ হাদীছকে ছহীহ লিযাতিহী (الصحيح لذاته) বা সত্ত্বাগতভাবে ছহীহ হাদীছ বলা হয়।

হাসান লিযাতিহী (الحسن لذاته): যে হাদীছ দীনদার ন্যায়পরায়ণ, হালকা স্মৃতি শক্তিসম্পন্ন রাবী অবিচ্ছিন্ন সানাদে বর্ণনা করেন এবং হাদীছের বিশুদ্ধতাকে বিনষ্টকারী সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন দোষ-ত্রুটি ও শায থেকে মুক্ত হয়। তাকে হাসান লিযাতিহী (الحسن لذاته) বা সত্ত্বাগতভাবে হাসান হাদীছ বলে।

যঈফ (الضعيف): যে হাদীছের মধ্যে ছ্বহীহ ও হাসান হাদীছের শর্তসমূহের মধ্য হতে কোন একটি শর্ত না পাওয়ার কারণে তাদের গুণগুলো পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। তাকে الضعيف (যঈফ) বা দুর্বল হাদীছ বলে।

ছহীহ লিগাইরিহী (الصحيح لغيره): এটি মূলতঃ الحسن لذاته (হাসান লিযাতিহী), যখন তা একাধিক সানাদে বর্ণিত হয়।[১৫]

হাসান লিগাইরিহী (الحسن لغيره): এটি মূলতঃ দ্বয়ীফ (الضعيف) হাদীছ, যখন তা একাধিক সানাদে বর্ণিত হয়।[১৬]

মাওযূ' (الموضوع): সেটি হলো- ঐ মিথ্যা, বানোয়াট ও তৈরী করা কথা, যা রসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তাকে মাওযূ' (الموضوع) বা জাল হাদীছ বলে।

---

১৪. অর্থাৎ কোন নির্ভরযোগ্য রাবী তার চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীতে হাদীছ বর্ণনা করবে না। এর বিস্তারিত আলোচনা অচিরেই সামনে আসবে ইনশা আল্লাহ।

১৫. যেহেতু এটি সত্ত্বাগতভাবে ছহীহ নয়, বরং অন্যের কারণে ছহীহ, সেহেতু তাকে الصحيح لغيره (ছহীহ লিগাইরিহী) বা অন্যের কারণে ছহীহ হাদীস বলা হয়।

১৬. এটিও সত্ত্বাগতভাবে হাসান নয়, বরং অন্যের কারণে হাসান, তাই তাকে الحسن لغيره (হাসান লিগাইরিহী) বা অন্যের কারণে হাসান হাদীস বলা হয়।

মাতরূক (المتروك) : যে হাদীছের মধ্যে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত রাবী থাকে। অথবা যে হাদীছ শরীয়াতের সুপরিচিত মূলনীতির বিরোধী হয়, তাকে মাতরুক (المتروك) বা পরিত্যাজ্য হাদীছ বলে।

শায (الشاذ): কোন নির্ভরযোগ্য রাবী তার চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য অথবা একাধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীতে যে হাদীছ বর্ণনা করে, তাকে শায (الشاذ) বা বিচ্ছিন্ন হাদীছ বলে।

মাহফুয (المحفوظ) : এটি الشاذ (শায) হাদীছ এর বিপরীত।[১৭]

মুনকার (المنكر) : কোন দুর্বল রাবী নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীতে যে হাদীছ বর্ণনা করে, তাকে মুনকার (المنكر) বা অস্বীকৃত হাদীছ বলে।

মা'রূফ (المعروف): এটি মুনকার (المنكر) হাদীছের বিপরীত।[১৮]

মুয়া'ল্লাল (المعلل): যে হাদীছের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম-প্রচ্ছন্ন ক্রটি থাকে, যা হাদীছের বিশুদ্ধতা নষ্ট করে দেয়। যদিও বাহ্যিকভাবে হাদীছটিকে ক্রটি মুক্ত মনে হয়। এমন হাদীছকে মুয়া'ল্লাল (المعلل) বা সূক্ষ্ম ক্রটিযুক্ত হাদীছ বলে।

সুতরাং এই প্রচ্ছন্ন ক্রটি সম্পর্কে জানা একটি সূক্ষ্ম বিষয়। হাদীছের মূলনীতি বিষয়ে প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিসরাই কেবল তা জানতে পারেন।

মুজতারাব (المضطرب): যে হাদীছের মধ্যে এমন এখতিলাফ বা বিভিন্নতা থাকে, যার সমন্বয় করা কিংবা একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া সম্ভব হয় না, তাকে মুজতারাব (المضطرب) বা বিশৃঙ্খল হাদীছ বলে।

মাক্বলূব (المقلوب): ভুলবশত হাদীছের সানাদে অথবা মতনে পুর্বাপর করার মাধ্যমে এক শব্দের জায়গায় অন্য শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করাকে মাক্বলূব (المقلوب) বা পরিবর্তিত হাদীছ বলা হয়।[১৯]

---

১৭. তুলনামূলক অধিকতর নির্ভরযোগ্য রাবী অথবা একাধিক নির্ভরযোগ্য রাবী কোন নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীতে যে হাদীস বর্ণনা করেন, তাকে المحفوظ (মাহফুয) বা সংরক্ষিত হাদীস বলে।

১৮. অর্থাৎ কোন নির্ভরযোগ্য রাবী দুর্বল রাবীর বিপরীতে যে হাদীস বর্ণনা করে, তাকে المعروف (মা'রূফ) বা স্বীকৃত হাদীস বলে।

অর্থাৎ পরের শব্দকে আগে আনা হয় এবং আগের শব্দকে পরে আনা হয়, অথবা ভুল বশত রাবীর এমন নাম উল্লেখ করা হয়, যেটি তার নাম নয়, বরং সেটি অন্য রাবীর নাম।

মুছহ্হাফ (المصحف): ঐ হাদীছকে বলা হয়, যে হাদীছের মধ্যে অক্ষরের নুকতা, হরকত ও সাকিনের পরিবর্তনের কারণে উচ্চারণের ক্ষেত্রে ভুল সংঘটিত হয়।[২০]

মুদরাজ (المدرج): যে হাদীছের রাবী নিজের কথা বা অন্য কারো কথা হাদীছের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন, সে হাদীছকে মুদরাজ (المدرج) বা সন্নেবেশিত হাদীছ বলা হয়।[২১]

চতুর্থত: হাদীছ বর্ণনা করার রূপ বা ধরণের দিকদিয়ে الخبر الواحد (খবরে ওয়াহেদ) এর প্রকারভেদ : হাদীছ বর্ণনা করার ধরণের দিকদিয়ে খবরে ওয়াহেদ ৩ প্রকার । যথা:

১. المعنعن (মু‘আন‘আন)
২. المؤنن (মুআন্নান)
৩. المسلسل (মুসালসাল)

মু‘আন‘আন (المعنعن) : যে হাদীছের ক্ষেত্রে রাবী বলে: ওমুক ব্যক্তি ওমুক ব্যক্তি থেকে (عن) হাদীছ বর্ণনা করেছেন । তাকে মু‘আন‘আন (المعنعن) বা “ عن عن সূত্রে বর্ণিত হাদীছ” বলে ।

মুআন্নান (المؤنن) : ঐ হাদীছকে বলা হয়, যে হাদীছের ক্ষেত্রে রাবী বলেন: আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ওমুক ব্যক্তি, নিশ্চয় ওমুক ব্যক্তি বলেছেন।

---

১৯. উদাহরণ: কা‘ব বিন মুররা বর্ণিত হাদীস। অতঃপর কোন রাবী বর্ণনা করেন মুররা বিন কা‘ব থেকে।

২০. উদাহরণ: আওয়াম বিন মুরাজিম সূত্রে শু‘বার হাদীছ। ইবনু মা‘ঈন এটিকে ভুল উচ্চারণ করে বলেছেন: আওয়াম বিন মুজাহিম।

২১. উদাহরণ: আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর হাদীছ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরা পাহাড়ে কয়েক রাত ধ্যান-মগ্ন (ইবাদতে) থাকতেন। হাদীছে وهو التعبد (ইবাদতে) অংশটুকু যুহরীর কথা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মুসালসাল (المسلسل): যে হাদীছের ক্ষেত্রে হাদীছ বর্ণনা করার শব্দরূপের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা অথবা রাবীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা একই হয়। অর্থাৎ হাদীছের রাবীগণ কোন রাবীর অথবা বর্ণিত হাদীছের কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা অবস্থা পর্যায়ক্রমে সবাই বর্ণনা করেন, তাকে মুসালসাল (المسلسل) বা “ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হাদীছ” বলে।

হাদীছ বর্ণনা করার শব্দরূপঃ

মুহাদ্দিসগণ হাদীছ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে প্রধানত নিম্নোক্ত সীগা বা শব্দরূপ ব্যবহার করেন ।

حدثني - আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, أخبرني - আমাকে খবর দিয়েছেন, أنبأني - আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, **حدثنا** -আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, أخبرنا - আমাদেরকে খবর দিয়েছেন, **قرأت عليه**-আমি তাঁকে পড়ে শুনিয়েছি, **قال لي فلان** -ওমুক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, **ذكر لي فلان** -ওমুক ব্যক্তি আমার কাছে আলোচনা বা উল্লেখ করেছেন, **روي لي فلان** -ওমুক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, **كتب إِلَيَّ فلان عن فلان** -ওমুক ব্যক্তি আমার কাছে ওমুক ব্যক্তি থেকে লিখে পাঠিয়েছেন, **قال فلان** -ওমুক ব্যক্তি বলেছেন, **ذكر فلان** -ওমুক ব্যক্তি আলোচনা বা উল্লেখ করেছেন, **روي فلان**-ওমুক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, **كتب فلان** -ওমুক ব্যক্তি লিখেছেন।

"حدثني"ও "أخبرني" এর মাঝে পার্থক্য :

পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের নিকট এদু‘য়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের নিকট তাদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তা হলোঃ

যদি উস্তাদ হাদীছ পাঠ করেন, আর ছাত্র তা শ্রবণ করেন, তাহলে ছাত্র সংখ্যা একজনের ক্ষেত্রে বলেন, " **حدثني**" (আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন)। ছাত্র সংখ্যা একাধিকের ক্ষেত্রে বলেন, " **حدثنا** " (আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন)।

পক্ষান্তরে যদি ছাত্র হাদীছ পাঠ করেন, আর উস্তাদ তা শ্রবণ করেন, তাহলে ছাত্র সংখ্যা একজনের ক্ষেত্রে বলেন, " أخبرني " (আমাকে খবর দিয়েছেন)। ছাত্র সংখ্যা একাধিকের ক্ষেত্রে বলেন, " أخبرنا " (আমাদেরকে খবর দিয়েছেন)।

হাদীছের কিতাব সম্পর্কে আলোচনা

হাদীছের কিতাবগুলির প্রসিদ্ধ দু'টি বিভাজন রয়েছে ।

প্রথম বিভাজন: কিতাব প্রণয়ন ও মাস'আলা বিন্যাসের দিকদিয়ে হাদীছের কিতাবগুলি **১১** ভাগে বিভক্ত। যথা:

১. الجامع (আল জামি')

২. السنن (আস সুনান)

৩. المسند (আল মুসনাদ)

৪. المعجم (আল মু'জাম)

৫. الأطراف (আল আত্বরাফ)

৬. المفرد (আল মুফরাদ)

৭. الجزء (আল জুয')

৮. الغرائب (আল গরাইব)

৯. المستخرج (আল মুসতাখরাজ)

১০. المستدرك (আল মুসতাদরাক)

১১. العلل (আল ইলাল)

আল জামি' (الجامع) : ঐ হাদীছগ্রন্থকে বলা হয়, যাতে নিম্নোক্ত বিষয়সংক্রান্ত হাদীছ থাকে। যথা: তাফসীর, আকাঈদ, শিষ্টাচার, শারঈ বিধি-বিধান, আল্লাহর রাসুল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবীদের মর্যাদা, রসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন চরিত, ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে সংঘটিত ফিতনা, ক্বিয়ামতের আলামত প্রভৃতি। যেমন: আল জামি' ছহীহ বুখারী, আল জামি' ছহীহ মুসলিম, আল জামি' আত তিরমিযী।

আস সুনান (السنن):[২২] ঐ হাদীছগ্রন্থকে বলা হয়, যাতে শারঈ বিধি-বিধান সংক্রান্ত হাদীছগুলো ফিকাহর অধ্যায়ের ধারাবাহিকতা অনুসারে উল্লেখ করা হয়। যেমনঃ সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ।

আল মুসনাদ (المسند): যে হাদীছগ্রন্থে ছাহাবীদের জীবনকালের ধারাবাহিকতা অথবা আরবি বর্ণের ক্রমবিন্যাস অথবা ইসলাম গ্রহণের পূর্বাপর অনুসারে হাদীছ উল্লেখ থাকে, তাকে আল মুসনাদ (**المسند**) বলে। যেমনঃ মুসনাদে ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আবু ই'য়ালা, মুসনাদে বায্যার ।

আল মু'জাম (المعجم): যে হাদীছগ্রন্থে ছাহাবীদের ধারাবাহিকতা অথবা উস্তাদদের ধারাবাহিকতা অনুসারে হাদীছ উল্লেখ থাকে, তাকে আল মু'জাম (**المعجم**) বলে। যেমনঃ ইমাম তাবারানী প্রণীত আল মু'জাম আল কাবীর, আল মু'জাম আল আওসাত, আল মু'জাম আস সাগীর। প্রথমটিতে ছাহাবীদের ধারাবাহিকতা অনুসারে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিতে উস্তাদদের ধারাবাহিকতা অনুসারে হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল আত্বরাফ (الأطراف): ঐ হাদীছগ্রন্থকে বলা হয়, যাতে হাদীছের অংশ বিশেষ উল্লেখ থাকে, আর সেটিই হাদীছের অবশিষ্টাংশের উপর প্রমাণ বহন করে এবং তার সানাদসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ থাকে।

অথবা যার হাদীছকে নির্দিষ্ট কোন হাদীছগ্রন্থের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। যেমনঃ ইমাম মিযযী (রহি.) প্রণীত তুহফাতুল আশরাফ ফি মা'রিফাতিল আতরাফ।

আল মুফরাদ (المفرد): যে কিতাবে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির সমস্ত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়, তাকে **المفرد** (আল মুফরাদ) বলে। যেমনঃ আবু ই'য়ালা প্রণীত আল মাফারিদ।

আল জুয' (الجزء): যে গ্রন্থে একটি মাস'আলা বা বিষয় সম্পর্কিত সমস্ত হাদীছ উল্লেখ করা হয়, তাকে الجزء (আল জুয') বলে। যেমনঃ ইমাম বুখারী (রহি.) প্রণীত জুয'উল কিরা'আত (ইমাম ও মুক্তাদির কিরা'আত পাঠ প্রসঙ্গে), জুয'উ রফ'ইল ইয়াদাইন (ছলাতে রফ'উল ইয়াদাইন বা হস্তদয় উত্তোলন প্রসঙ্গে), ইমাম বাইহাক্বী (রহি.) প্রণীত জুয'উল কিরা'আত (ইমাম ও মুক্তাদির কিরা'আত পাঠ প্রসঙ্গে)।

---

২২. মুছান্নাফ হাদীছ গ্রন্থঃ সুনানের মতই সাজানো, তবে এত ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের ফাতাওয়াও জমা করা হয়। যেমন-মুছান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক।

আল গরাইব (الغرائب): যে হাদীছ গ্রন্থে কোন একজন মুহাদ্দিসের নির্দিষ্ট উস্তাদ থেকে এককভাবে শ্রবণকৃত সমস্ত হাদীছ উল্লেখ করা হয়, তাকে **الغرائب** (আল গারাইব) বলে। যেমনঃ ইমাম দারাকুতনী প্রণীত গারাইবু মালেক, ইমাম তাবারানী প্রণীত গরাইবু মালেক, ইবনু মিনদাহ প্রণীত গারাইবু শু'বা।

আল মুসতাখরাজ (المستخرج): আল মুসতাখরাজ (**المستخرج**) হলো এমন হাদীছগ্রন্থ, যাতে একজন গ্রন্থকার নির্দিষ্ট একটি কিতাবের হাদীছ সংকলন করেন, ঐ কিতাবের লেখকের সানাদে নয়, বরং তার নিজস্ব সানাদে। অতঃপর তার সানাদ উক্ত কিতাবের লেখকের উস্তাদ বা উর্দ্ধতন কোন রাবীর সাথে গিয়ে মিলে যায়।

যেমনঃ ইসমাঈলী প্রণীত আল মুসতাখরাজ আলা ছহীহ আল বুখারী, আবু নু'আইম আল ইস্পাহানী প্রণীত আল মুসতাখরাজ আলা ছহীহাইন।

আল মুসতাদরাক (المستدرك): আল মুসতাদরাক (**المستدرك**) হলো এমন হাদীছ গ্রন্থ, যাতে গ্রন্থকার একটি নির্দিষ্ট কিতাবের শর্তানুযায়ী এমন সব হাদীছ নিয়ে আসেন, যেগুলি উক্ত কিতাবে সংকলিত হয়নি। তবে সেগুলি উক্ত কিতাবের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়। যেমনঃ ইমাম হাকিম নাইসাপুরী রচিত আল মুসতাদরাক আলাস ছহীহাইন।[২৩]

আল ইলাল (العلل) : ঐ হাদীছগ্রন্থকে বলা হয়, যাতে হাদীছের সুক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি ও রাবীদের এখতিলাফ উল্লেখ করা হয়। যেমনঃ ইবনু আবি হাতিম প্রণীত আল ইলাল, ইমাম দারাকুতনী প্রণীত আল ইলাল।

[এছাড়া যাওয়ায়েদ- নির্দিষ্ট কিছু গ্রন্থের তুলনায় অন্য নির্দিষ্ট কিছু গ্রন্থে বর্ণিত অতিরিক্ত হাদীছ আলাদা করে জমা করা। যেমন- ইমাম হাইছামী প্রণীত মাজমাউয যাওয়ায়েদ।]

২৩. হাকিম নাইসাপুরী রহিমাহুল্লাহ তার মুসতাদরাক গ্রন্থটিতে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী ছহীহ হাদীছ সংকলন করতে চাইলেও মুহাদ্দিছগণের চুল-চেরা বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, উক্ত গ্রন্থের সব হাদীছ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী ছহীহ নয়। এতে কিছু যঈফ বা দুর্বল হাদীছও স্থান পেয়েছে।

হাদীছের কিতাবগুলির দ্বিতীয় বিভাজনঃ

গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান এর দিক দিয়ে হাদীছের কিতাবগুলি ৫ প্রকার:

প্রথম প্রকারঃ ঐ সমস্ত কিতাব যার সব হাদীছই ছহীহ। যেমনঃ ছ্বহীহ আল বুখারী, ছ্বহীহ মুসলিম।

দ্বিতীয় প্রকারঃ ঐ সমস্ত কিতাব যার মধ্যে ছ্বহীহ, হাসান, যঈফ সব ধরনের হাদীছই উল্লেখ রয়েছে। তবে সেগুলি গ্রহণযোগ্য। কেননা সেখানে যে যঈফ হাদীছ সমূহ রয়েছে, সেগুলিও হাসান হাদীছের স্তরের কাছাকাছি। যেমনঃ সুনানে আবু দাউদ, জামে‘ আত তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ ইত্যাদি।[২৪]

তৃতীয় প্রকারঃ ঐ সমস্ত কিতাব যার মধ্যে ছ্বহীহ, হাসান, যঈফ, মুনকার সব ধরনের হাদীছই উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ সুনানে ইবনে মাজাহ, মুসনাদে তায়ালিসী, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, মুসান্নাফে আবু বকর ইবনু শায়বা, সুনানে সাঈদ বিন মানসুর, মুসনাদে আবু ই‘য়ালা আল মাওসিলী, ইবনু জারীর প্রণীত তাহযীবুল আছার, তাফসীরে ইবনু জারীর, তাফসীরে ইবনু মারদুওয়াইহি, ইমাম ত্ববারানীর তিনটি মু‘জাম (আল মু‘জাম আল কাবীর, আল মু‘জাম আল আওসাত, আল মু‘জাম আস সাগীর), সুনানে দারাকুতনী, গরাইবু দারাকুতনী, সুনানে বাইহাক্বী, বাইহাক্বী প্রণীত শু‘আবুল ঈমান।

চতুর্থ প্রকারঃ এমন হাদীছগ্রন্থ যার সবগুলি হাদীছই যঈফ। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় অল্প কিছু ছাড়া। যেমনঃ হাকীম আত তিরমিযী প্রণীত নাওয়াদিরুল উসূল, ইবনু প্রণীত ইতিহাস, দাইলামী প্রণীত মুসনাদুল ফিরদাউস, উকাইলী প্রণীত আয যু‘আফা, ইবনু আদী প্রণীত আল কামীল।

পঞ্চম প্রকারঃ এমন হাদীছ গ্রন্থ যেগুলি থেকে মাওযু‘ বা জাল হাদীছ জানা যায়। যেমনঃ ইবনে জাওযী প্রণীত আল মাওযু‘আতুল কুবরা, ইমাম সুয়ূতী প্রণীত আল লা’আলী আল মাসনূ‘আহ ফিল আহাদীসিল মাওযু‘আহ, তানযীহুশ শারী‘আতুল মারফু‘আহ আনিল আখবারিশ শানী‘আতিল মাওযূ‘আহ, মুহাম্মদ তাহের পাটনী গুজরাটী প্রণীত তাযকিরাতুল মাওযূ‘আত, মুল্লা আলী ক্বারী হানাফী প্রণীত আল মাসনূ‘ ফি মা‘রিফাতিল হাদীসিল মাওযূ‘ প্রভৃতি।

---

২৪. এসব গ্রন্থের সব হাদীস গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের নয়। বরং অধিকাংশ হাদীছই গ্রহণযোগ্য। কিছু হাদীছ অগ্রহণযোগ্য। এমনকি এখানে কিছু জাল হাদীছও রয়েছে।

ছিহাহ সিত্তাহ[২৫] সম্পর্কে বিবরণঃ

ছিহাহ সিত্তাহ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীছগ্রন্থ হলোঃ

১. ছহীহ বুখারী
২. ছহীহ মুসলিম
৩. জামে‘ আত তিরমিযী
৪. সুনানে নাসাঈ
৫. সুনানে আবু দাউদ
৬. সুনানে ইবনে মাজাহ।

কিছু মুহাদ্দিস সুনানে ইবনে মাজাহর স্থলে মু’য়াত্ত্বা ইমাম মালেককে ছিহাহ সিত্তাহর অন্তর্গত গণ্য করেছেন। আবার কিছু মুহাদ্দিস তদস্থলে মুসনাদে দারেমীকে গণ্য করেছেন। এ ছয়টি গ্রন্থকে “ছিহাহ সিত্তাহ” বলা হয় আধিক্যতার ভিত্তিতে।[২৬] কেননা এদের মধ্যে শুধুমাত্র ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমই সম্পূর্ণরূপে ছহীহ।

ছিহাহ সিত্তাহর মর্যাদাগত স্তরসমূহঃ

প্রথমঃ ছহীহ বুখারী

দ্বিতীয়ঃ ছহীহ মুসলিম

তৃতীয়ঃ সুনানে আবু দাউদ

---

২৫. আরবি صحاح শব্দটি বহুবচন। এক বচনে صحيح। অর্থ সুস্থ্য, সঠিক, বিশুদ্ধ। আর الستة অর্থ ছয়। সুতরাং ছিহাহ সিত্তাহ এর সামষ্টিক অর্থঃ ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ। বুখারী ও মুসলিম ছাড়া অন্য কিতাবগুলিতে যেহেতু যঈফ ও জাল পর্যায়ের কিছু হাদীছও রয়েছে, সেজন্য কিছু বিদ্বান এ নামটির ব্যাপারে আপত্তি করে থাকেন। আর এ স্থলে তারা كتب ستة (কুতুবে সিত্তাহ) শব্দ ব্যবহার করা অধিকতর সমীচীন মনে করেন। উল্লেখ্য, কুতুব শব্দটি কিতাব এর বহুবচন। সুতরাং কুতুবে সিত্তাহ অর্থঃ ছয়টি হাদীছ গ্রন্থ।

২৬. এখানে অধিকাংশের জন্য সামগ্রিক হুকুম দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এদের অধিকাংশ হাদীছই ছহীহ, তবে সবগুলি ছহীহ নয়। আরবদের নিকট এগুলি “কুতুবে সিত্তাহ” বা ছয়টি হাদীছ গ্রন্থ নামে সমধিক পরিচিত।

চতুর্থ: সুনানে নাসাঈ[২৭]

পঞ্চম: জামে‘ আত তিরমিযী

ষষ্ঠ: সুনানে ইবনে মাজাহ।

ছয়টি হাদীছ গ্রন্থের গ্রন্থকারদের মাযহাব:

কিছু কিছু বিদ্বান বলেন যে, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইবনু মাজাহ শাফে‘ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কিছু ঐতিহাসিক ইমাম আবূ দাউদকে শাফে‘ঈ মাযহাবের অনুসারী হিসেবে লিখেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হিসেবে লিখেছেন।

কিন্তু সঠিক কথা হলো, ইমাম বুখারী মুতলাক (পূর্ণাঙ্গ) মুজতাহিদ ছিলেন। অনুরূপভাবে কুতুবে সিত্তাহর (**ছয়টি হাদীছগ্রন্থ**) গ্রন্থকারগণও নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না।

রাবীর দোষ-গুণ বর্ণনা:

মুহাদ্দিসগণ যখন কোন রাবীর ন্যায়-পরায়ণতা ও নির্ভরযোগ্যতা বলতে ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তারা কিছু শব্দ ব্যবহার করেন। নির্ভরযোগ্য বলার ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহৃত শব্দগুলো কিছু শব্দ উচ্চ মানের, কিছু মধ্যম মানের এবং কিছু নিম্ন মানের। অনুরূপভাবে দোষ বর্ণনার ক্ষেত্রেও তাদের ব্যবহৃত শব্দগুলো কিছু শব্দ উচ্চ মানের, কিছু মধ্যম মানের এবং কিছু নিম্ন মানের। সুতরাং তাদের সে শব্দগুলো নিম্নমান থেকে উচ্চমান পর্যন্ত নিচে উল্লেখ করা হলো:

---

২৭. বিশুদ্ধতার বিচারে হাদীছগুলির মর্যাদাগত অবস্থান নির্ধারণে মুহাদ্দিসগণের মাঝে মতভেদ আছে। হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ নিম্নোক্তভাবে বিন্যাস করেছেন: বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। তার এ বিন্যাসটি “বুলুগুল মারাম” এর বিন্যাস থেকে প্রতিভাত হয়। সালেহ আল উসাইমীনের মুছত্বলাহুল হাদীছ থেকে যে স্তর জানা যায়: ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ।

রাবীকে নির্ভরযোগ্য বলার শব্দসমূহ :

ثبت حجة -সুসাব্যস্ত দলীল

ثبت حافظ -সুসাব্যস্ত হাফেয

ثقة متقن - নির্ভরযোগ্য নিষ্ঠাবান

ثقة ثقة -অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য

ثقة -নির্ভরযোগ্য

صدوق - সত্যবাদী

لا بأس به - তার কোন সমস্যা নেই

ليس به بأس - তার কোন সমস্যা নেই

محله الصدق - সততা তার স্থান

جيد الحديث -হাদীছের ক্ষেত্রে ভালো

صالح الحديث -হাদীছের ক্ষেত্রে উপযুক্ত

شيخ - শাইখ

حسن الحديث -হাদীছের ক্ষেত্রে উত্তম

صدوق لا بأس به -সত্যবাদী কোন সমস্যা নেই

صدوق إن شاء الله - ইনশাআল্লাহ তিনি সত্যবাদী প্রভৃতি।

রাবীর দোষ বর্ণনা করার শব্দাবলী:

دجال -দাজ্জাল

كذاب - মিথ্যাবাদী

وضاع يضع الحديث - জালিয়াত হাদীছ জাল করেন

متهم بالكذب - মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত

متفق علي تركه তার পরিত্যাক্ত হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত

متروك পরিত্যক্ত

ليس بثقة নির্ভরযোগ্য নয়

سكتوا عنه তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ নিরব থেকেছেন

ذاهب الحديث -হাদীছের অপসারণকারী

فيه نظر তার ব্যাপারে ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে

هالك-ধ্বংসকারী

ساقط বিচ্যুত

واه بمرة নিশ্চত দুর্বল

ليس بشيئ তিনি কিছুই না

ضعيف جدا অত্যন্ত দুর্বল

ضعفوه মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল বলেছেন

ضعيف দুর্বল, واه দুর্বল

يضعف তাকে দুর্বল গণ্য করা হয়

فيه ضعف তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে

قد ضُعِّفَ তাকে দুর্বল বলা হয়েছে

ليس بالقوي - তিনি শক্তিশালী নন

ليس بحجة -তিনি দলীলযোগ্য না

ليس بذاك তিনি শক্তিশালী নন

فيه مقال তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে

تُكُلِّمَ فيه তার ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে

لين তিনি দুর্বল

سيئ الحفظ -স্মৃতিশক্তির ত্রুটি সম্পন্ন

لا يُحْتَجُّ به তার দ্বারা দলীল গ্রহন করা হয় না

أُخْتُلِفَ فيه তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে

صدوق لكنه سيئ الحفظ -সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তির ত্রুটি সম্পন্ন

مبتدع -বিদ‘য়াতী ইত্যাদি।

জারাহ ও তা'দীল (দোষ-গুণ বর্ণনা করা) এর প্রকারঃ জারাহ ও তা'দীল প্রত্যেকটি দুই প্রকারঃ

১. ব্যাখ্যাহীন
২. ব্যাখ্যামূলক

সুতরাং সামষ্টিকভাবে জারাহ ও তা'দীল ৪ প্রকারঃ যথাঃ

১. ব্যাখ্যাহীন জারাহ (দোষ বর্ণনা করা)
২. ব্যাখ্যামূলক জারাহ (দোষ বর্ণনা করা)
৩. ব্যাখ্যাহীন তা'দীল (গুণ বর্ণনা করা)
৪. ব্যাখ্যামূলক তা'দীল (গুণ বর্ণনা করা)

ব্যাখ্যাহীন জারাহ হলোঃ যেখানে রাবীকে দোষী বলার কারণ উল্লেখ করা হয় না।
ব্যাখ্যামূলক জারাহ হলোঃ যেখানে রাবীকে দোষী বলার কারণ উল্লেখ করা হয়।
ব্যাখ্যাহীন তা'দীল হলোঃ যেখানে রাবীকে নির্ভরযোগ্য বলার কারণ উল্লেখ করা হয় না।
ব্যাখ্যামূলক তা'দীল হলোঃ যেখানে রাবীকে নির্ভরযোগ্য বলার কারণ উল্লেখ করা হয়।

গ্রহণ ও বর্জন করার দিক দিয়ে জারাহ ও তা'দীলঃ

নিশ্চয় সর্বসম্মতিক্রমে ব্যাখ্যামূলক জারাহ ও তা'দীল গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ব্যাখ্যাহীন জারাহ ও তা'দীল গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সঠিক কথা হলো, ব্যাখ্যাহীন জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়, তবে ব্যাখ্যাহীন তা'দীল গ্রহণযোগ্য। এটাই হলো ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনে মাজাহ, অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহদের অভিমত।
তবে হ্যাঁ, যদি কোন রাবীর ব্যাপারে ব্যাখ্যামূলক বা ব্যাখ্যাহীন কোন তা'দীলই থাকে না, তখন ব্যাখ্যাহীন জারাহ গ্রহণযোগ্য। তবে এধরনের রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মূলতবী থাকবে।

জারাহ ও তা'দীল গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে শর্তাবলীঃ

জারাহ ও তা'দীল গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে আবশ্যক হলো, জারাহ ও তা'দীলকারীকে অবশ্যই সত্যবাদী, আল্লাহভীরু আলেম হতে হবে। গোঁড়া, পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া যাবে না। জারাহ ও তা'দীলের কারণসমূহ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত হতে হবে।

বিশেষতঃ জারাহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হলো, জারাহকারীকে পক্ষপাতদুষ্ট না হওয়ার সাথে সাথে, অবশ্যই কট্টরপন্থী, জেদী ও একগুঁয়ে হওয়া যাবে না।

জারাহ ও তা'দীল এর মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দঃ

জারাহ ও তা'দীল এর মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দের ৪ টি স্বরূপ রয়েছে। যথাঃ

১. ব্যাখ্যাহীন জারাহ ও ব্যাখ্যাহীন তা'দীল এর মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ।
২. ব্যাখ্যাহীন জারাহ ও ব্যাখ্যামূলক তা'দীল এর মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ।
৩. ব্যাখ্যামূলক জারাহ ও ব্যাখ্যাহীন তা'দীল এর মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ।
৪. ব্যাখ্যামূলক জারাহ ও ব্যাখ্যামূলক তা'দীল এর মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ।

প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা'দীল গ্রহণযোগ্য, জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয় ও চতুর্থ ক্ষেত্রে জারাহ গ্রহণযোগ্য, তা'দীল গ্রহণযোগ্য নয়। তবে শর্ত হলো জারাহকারীকে অবশ্যই গোঁড়া, পক্ষপাতদুষ্ট, কট্টরপন্থী, জেদী ও একগুঁয়ে হওয়া যাবে না।

উসূলে হাদীছের কতিপয় পরিভাষাঃ

১। মু'আল্লাক্ব (المعلق) : যে হাদীছের সনদের শুরু থেকে এক বা একাধিক রাবী ধারাবাহিকভাবে বাদ যায়, তাকে মু'আল্লাক্ব (المعلق) হাদীছ বলে।

২। মুরসাল (المرسل) : যে হাদীছের সানাদের শেষ দিক থেকে তাবে'য়ীর পর কোন রাবী বাদ যায়, তাকে মুরসাল (المرسل) বলে।

৩। মু'দ্বল (المعضل): যে হাদীছের সানাদ থেকে এক বা একাধিক রাবী ধারাবাহিকভাবে বাদ যায়, তাকে المعضل (মু'দ্বল) বলে।

৪। মুদাল্লাস (المدلس): রাবী এমন ব্যক্তি থেকে হাদীছ বর্ণনা করবে, যার থেকে তিনি (অন্য) হাদীছ শুনেছেন, কিন্তু বর্ণিত হাদীছটি শুনেননি, এটা উল্লেখ না করে যে, তিনি হাদীছটি তার থেকে শুনেছেন।

৫। মুসনাদ (المسند) : যে হাদীছটি রসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সানাদে বর্ণিত হয় তাকে المسند (মুসনাদ) বলে। অনুরূপভাবে যে কিতাবে ছাহাবীদের বর্ণনাসমূহ পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ থাকে, সে কিতাবকেও মুসনাদ (المسند) বলা হয়।

৬। মুত্তাসিল (المتصل): যে হাদীছটি অবিচ্ছিন্ন সানাদে বর্ণিত হয়, তাকে المتصل (মুত্তাসিল) হাদীছ বলে। চাই সেটি মারফূ' হোক অথবা কোন ব্যক্তি পর্যন্ত মাওকুফ হোক।

৭। মুনক্বতে' (المنقطع): যে হাদীছের সানাদে ছাহাবীর আগে রাবী বাদ পড়ে যায়। চাই রাবী একজন বাদ পড়ুক অথবা একাধিক। সানাদের এক স্থান থেকে বাদ পড়ুক অথবা একাধিক স্থান থেকে। শর্ত হলো, ধারাবাহিকভাবে একাধিক রাবী বাদ পড়বে না। এর আরো একটি সংজ্ঞা আছে। সেটি হলোঃ যে হাদীছের সানাদ সংযুক্তভাবে বর্ণিত হয় না। (বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত হয়) বিচ্ছিন্নতা যে কোন ভাবেই হোক না কেন।

৮। সানাদ আল 'আলী বা উঁচু সানাদ (السند العالي) : যে হাদীছের রাবীর স্তরসংখ্যা কম থাকে তাকে সানাদ আল 'আলী বা উঁচু সানাদ বলে।

৯। সানাদ আন নাযিল (السند النازل) বা নীচু সানাদঃ যে হাদীছের রাবীর স্তরসংখ্যা বেশি থাকে তাকে সানাদ আন নাযিল বা নীচু সানাদ বলে।

১০। মুতাবে' (المتابع) : ঐ হাদীছকে বলা হয়, যার রাবীগণ কোন একটি গরীব হাদীছের রাবীদের সাথে শব্দগত এবং অর্থগত কিংবা শুধু অর্থগতভাবে হাদীছ বর্ণনার সাথে শরীক হন এবং উভয় হাদীছের ছাহাবী একই হয়।

১১। শাহেদ (الشاهد): যখন কোনো হাদীছ একজন ছাহাবীর পক্ষ থেকে বর্ণিত হওয়ার পর অন্য ছাহাবীর পক্ষ থেকে ঐ হাদীছই হুবহু ঐ শব্দে বা অন্য শব্দে হাদীছের মূল ভাবটা বর্ণিত হয়, তখন তাকে শাহেদ বলে। উভয় হাদীছের বর্ণনাকারী ছাহাবী আলাদা হবে।

ছাহাবীগণের পরিচয়

ছাহাবী: ছাহাবী শব্দটি এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যিনি মুমিন অবস্থায় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করেছেন। সাক্ষাতের ক্ষেত্রে তার সাথে কথা বলা শর্ত নয়। সুতরাং পারস্পরিক মিলিত হওয়া ও তার কাছে যাওয়ার মাধ্যমেই 'সাক্ষাত' অর্জিত হবে। চাই তাকে উদ্দেশ্য করেই যাওয়া হোক কিংবা অন্য কোন কাজের উদ্দেশ্যেই যাওয়া হোক।

অনেকে ছাহাবীর সংজ্ঞায় 'সাক্ষাত' শব্দের স্থলে 'দেখা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এদের এ সংজ্ঞার ভিত্তিতে আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম ও অন্যান্য ছাহাবী, যারা অন্ধ থাকার ফলে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখতে পাননি, তারা ছাহাবীর সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যায়। অথচ বাস্তবতা হলো তারা নিশ্চিতভাবে ছাহাবী ছিলেন।

অতএব যারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কুফরী অবস্থায় সাক্ষাত করেছে, তারা ছাহাবী বলে গণ্য হবে না। যেহেতু তারা তার প্রতি ঈমান আনেনি।

অনুরূপভাবে যারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাত করেছে, তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে, তারপর মুরতাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তারাও ছাহাবী হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন: আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ, ইবনু আখতাল।

তবে মুরতাদ হওয়ার পর যদি আবারও ঈমান আনয়ন করে, চাই সেটা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশাতেই হোক কিংবা পরে এবং ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেন, তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে তিনি ছাহাবী হিসেবে গণ্য হবেন। যেমন: আশ'আছ বিন কায়েস। তিনি মুরতাদ হয়েছিলেন। অতঃপর যখন তাকে গ্রেফতার করে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট আনা হলো, তখন তিনি ঈমান আনয়ন করেন। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার ঈমান গ্রহণ করেন এবং নিজের বোনকে তার সাথে বিবাহ দেন। সব মুহাদ্দিসই তাকে ছাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর হাদীছ সমূহ মুসনাদ ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

ছাহাবী হওয়ার ক্ষেত্রে সকল ছাহাবীই সমান। তবে মর্যাদাগত দিকদিয়ে তাদের মাঝে ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং যে সব ছাহাবীরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহচর্যে লেগে থেকেছেন এবং তার সাথে জিহাদে শরীক হয়েছেন অথবা

আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছেন, তাদের রয়েছে সমুন্নত মর্যাদা তাদের চেয়ে যারা তার সাহচর্যে লেগে থাকেননি এবং তার সাথে জিহাদে শরীক হননি অথবা যারা তাকে শৈশব অবস্থায় দেখেছেন, রসূলের সাহচর্যতা অর্জনের জন্য যদিও তারা সবাই ছাহাবী।

আর যে সব ছাহাবী রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ শ্রবণ করেননি, তাদের বর্ণনাকে মুরসাল (مرسل) হিসাবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু সমস্ত মুহাদ্দিস তাদের বর্ণনা গ্রহণ করার ব্যাপারে একমত। কারণ সকল ছাহাবীই ন্যায়নিষ্ঠ।

তাবেঈ পরিচিতি

তাবেঈ: তাবেঈ ঐ মুসলিম ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি মুমিন অবস্থায় কোন ছাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন। অতঃপর ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন। ছাহাবীর সংজ্ঞায় ‘সাক্ষাত’ এর যে অর্থ ছিল, এখানেও সে অর্থ প্রযোজ্য হবে। কিছু মানুষ তাবেঈ এর ক্ষেত্রে শর্ত করেছেন যে, তাকে ছাহাবীর সাহচর্যে দীর্ঘদিন থাকতে হবে অথবা ছাহাবী থেকে হাদীছ শ্রবণ সাব্যস্ত হতে হবে অথবা ভালো-মন্দ পার্থক্য করার বয়সে ছাহাবীর সাথে সাক্ষাত করতে হবে। তবে এ অভিমতটি গ্রহণযোগ্য মতের বিপরীত।

المخضرم (মুখাযরাম) পরিচিতি:

المخضرم (মুখাযরাম): ছাহাবী ও তাবে‘য়ীর মধ্যবর্তী একদল লোককে **المخضرم** (মুখাযরাম) বলে। তারা হলেন সেসব লোক যারা জাহেলী যুগ ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনকাল পেয়েছেন এবং মুসলিম হয়েছেন। তবে তারা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেননি।

তারা কি ছাহাবী না তাবেঈ? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো: তারা প্রবীণ তাবেঈ হিসাবে গণ্য হবেন। চাই তাদের ইসলাম গ্রহণ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশাতেই হোক অথবা পরে হোক। যেমন: আবু রাজা’ আল আত্বারাদী, আবু ওয়ায়েল আল আসাদী, সুয়াইদ বিন গাফলাহ, আবু উসমান আন নাহদী প্রমুখগণ।

হাদীছ গ্রন্থ সংকলনের ইতিহাসঃ

হাদীছ গ্রন্থের সংকলন কখন হয়েছিল?

এ ব্যাপারে সাধারণ ধারণা হলো, হিজরী প্রথম শতাব্দির পূর্বে হাদীছের কোন কিতাব সংকলিত হয়নি। এ সময় হাদীছের ইলম বা জ্ঞান অবিন্যস্ত ছিল। এ বিষয়ে সর্ব প্রথম ইবনে জুরাইজ কিতাব লিখেন। তারপর ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ মুয়াত্তা মালেক লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে পরবর্তীদের জন্য গ্রন্থ সংকলনের পথ পরিষ্কার করে দেন।

হাদীছ সংকলন যদি তাদের থেকেই প্রথম শুরু হয়ে থাকে, তবে হাদীছ সংকলন দ্বিতীয় শতাব্দিতে শুরু হয়েছে। কেননা ইমাম ইবনু জুরাইজ ১৫০ হিজরীতে, ইমাম মালেক ১৭৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং তাদের সংকলন দ্বিতীয় শতাব্দিতে হয়েছিল।

হিজরী প্রথম শতাব্দির পূর্বে হাদীছের কিতাব কেন সংকলিত হয়নি ?

হিজরী প্রথম শতক পর্যন্ত রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষাগুলো সুবিন্যস্ত ছিল না। এ ব্যাপারটি কিছু মানুষকে ধোঁকায় ফেলে! এর ভিত্তিতেই তারা অনেক আপত্তি করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে সেটি সুস্পষ্টই ঐতিহাসিক ভ্রান্তি! আর আপত্তিগুলোও তারই ফসল![২৮]

---

২৮. “রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ তার মৃত্যুর কয়েক যুগ পরে লিপিবদ্ধ হয়েছে” এ কথাটি সঠিক নয়। বরং সঠিক কথা হলোঃ ছাহাবীগণ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশাতেই হাদীছ লিপিদ্ধ করতেন এবং তা মুখস্ত করতেন। তারপর তাবেঈগণ তাদের থেকে তা নকল করতেন। আর হাদীছ সংকলন ব্যাপকভাবে শুরু হয় খলীফা উমার বিন আব্দুল আযীয (রহি.) এর শাসনামলে। দলীল হলোঃ

ক. আবূ শাহ আল ইয়ামানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ঘটনা প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস। তিনি তার শ্রবণকৃত রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মক্কা বিজয়ের সময়কার ভাষণ লিখে চাইলে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, “ أكتبوا لأبي شاه” -“তোমরা আবু শাহকে ভাষণটি লিখে দাও।” (ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিম হা/১৩৫৫)

খ. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীছ। তিনি বলেছেনঃ “আমার চেয়ে বেশি হাদীছ আর কারোরই নিকট ছিল না। তবে আব্দুল্লাহ বিন আমর ছাড়া। কারণ তিনি হাদীছ লিখে রাখতেন। আর আমি লিখে রাখতাম না।” অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে হাদীছ লিখে রাখার অনুমতি চাইলে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দেন। (ছ্বহীহ বুখারী হা/১১৩)

[উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দীস ইমামগণঃ

১. মালিক ইবনু আনাস ৯৩-১৭৯ হিঃ আল মুয়াত্তা
২. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ১৮১ হিঃ আয যুহদ
৩. শাফেঈ ১৫০-২০৪ হিঃ আল মুসনাদ
৪. আব্দুর রাজ্জাক সানআনী ২১১ হিঃ আল মুসান্নাফ
৫. ইবনু আবী শাইবা, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ২৩৫ হিঃ আল মুসান্নাফ
৬. ইসহাক বিন রাহওয়াই ১৬৬-২৩৮ হিঃ আস সুনান
৭. আহমাদ ইবনু হাম্বাল ১৬৪-২৪১ হিঃ আল মুসনাদ
৮. আবদ ইবনু হুমাইদ ২৪৯ হিঃ আল মুসনাদ
৯. দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান ১৮১-২৫৫হিঃ আস সুনান
১০. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ১৯৪-২৫৬ হিঃ আস ছহীহ (ছহীহ বুখারী)
১১. মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ ২০৪-২৬১ হিঃ আস ছহীহ (ছহীহ মুসলিম)
১২. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াজিদ ২০৯-২৭৩ হিঃ আস সুনান
১৩. আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ আস ২০২-২৭৫ হিঃ আস সুনান
১৪. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ২৭৯ হিঃ জামি তিরমিযী/ আস-সুনান
১৫. ইবনু আবীদ দুনিয়া ২৮১ হিঃ মাওসূআতু ইবনু আবীদ দুনিয়া
১৬. বায্যার, আবুবকর আহমাদ ইবনু আমর ২৯২ হিঃ আল মুসনাদ
১৭. নাসাঈ, আহমাদ ইবনু শুআইব ৩০৩ হিঃ আস সুনান, আস সুনানুল কুবরা
১৮. আবূ ইয়ালা আল-মাউসিলী ৩০৭ হিঃ আল মুসনাদ
১৯. ইবনু খুযাইমা, আবুবকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ৩১১ হিঃ আস-ছহীহ

অবশ্য একটি বর্ণনায় হাদীছ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, যা ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ আবু সা‘ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন: “তোমরা আমার থেকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখে রাখবে না। যে ব্যক্তি কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখে রেখেছে, সে যেন তা মুছে ফেলে।” (ছহীহ মুসলিম হা/৩০০৪)

হয়তো তিনি কিছু ছাহাবীকে হাদীছ লিখে রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। আর কিছু ছাহাবীকে হাদীছ লিখে রাখার অনুমতি দেননি। অথবা হাদীছ লিখে রাখতে নিষেধ করেছিলেন তাকে, যার ব্যাপারে আশঙ্কা করেছিলেন যে, তিনি হাদীছের কপিকে কুরআনের কপির সাথে মিশিয়ে ফেলবেন। আর অনুমতি দিয়েছিলেন, যার ব্যাপারে তিনি এ আশঙ্কা মুক্ত ছিলেন। অতঃপর এ মতভেদ দুরীভূত হয়ে যায় এবং সমস্ত মুসলমান হাদীছ লেখার বৈধতার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

২০. ইমাম ত্বহাবী, আবু জাফর ওয়ার্‌রাক ৩২১ হিঃ শারহু মা‘আনিল আসার
২১. ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান ৩৫৪ হিঃ আস-ছহীহ
২২. ত্ববারানী, সুলাইমান ইবনু আহমাদ ৩৬০ হিঃ আল মুজামুল কাবীর, আল মুজামুল আউসাত, আল মুজামুস সগীর
২৩. আলী ইবনু উমার আদ্-দারাকুতনী ৩৮৫ হিঃ আস-সুনান
২৪. হাকিম নাইসাপুরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ৩২১-৪০৫হিঃ আল-মুসতাদরাক
২৫. বাইহাকী, আহমাদ ইবনুল হুসাইন ৪৫৮ হিঃ আস-সুনানুল কুবরা
২৬. ইবনুল জাউযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনু আলী ৫৯৭ হিঃ আল-মাউযুআত, আয-যুয়াফা ওয়াল মাতরূকুন
২৭. ইমাম নব্বী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ ৬৩১-৬৭৬ হিঃ আল মিনহাজ্জ ফি শারহু ছহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, জামিউস সুন্নাহ, আল মাজমূ শারহুল মাহযাব আন নববী ২০ খন্ড
২৮. হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী, আহমাদ ইবনু আলী ৭৭৩-৮৫২ হিঃ ফাতহুল বারী ফী শারহিল বুখারী, তালখীসুল হাবীর, বুলুগুল মারাম।
২৯. ইমাম শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী ১১৭২-১২৫৫ হিঃ আল ফাওয়ায়েদ আল মাজমুয়া ফিল আহাদিসিল মাওযূয়াহ, নাইলুল আওতার।
৩০. আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের ১৩৭৭ হিঃ তাহক্বীক মুসনাদে আহমাদ, তাহক্বীক তাফসীরে ত্ববারী, তাহক্বীক সুনানে তিরমিযী।
৩১. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন ১৪২০হিঃ সিলসিলাতুল আহাদীসিস যঈফাহ, সিলসিলাতুল আহাদীসিস ছহীহাহ, ইরওয়ালুল গালীল, তামামুল মিন্নাহ।
৩২. শু‘আইব আর নাউত, ১৪৩৮ হিঃ তাহক্বীক মুসনাদে আহমাদ, তাহক্বীক ইবনে মাজাহ, তাহক্বীক সুনানে আবূ দাউদ]